খেলা

আজকাল কলকাতা শনিবার ৩০ মার্চ ২০২৪

লড়েও হার, বিদায় সিন্ধুর

না, এবারও ট্রফি খরা কাটল না পি ভি সিন্ধুর। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে নিজেকে নিংড়ে দিলেও শেষরক্ষা হল না হায়দরাবাদির। স্পেন মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টারে সিন্ধুকে ২৪–২৬, ২১–১৭, ২২–২০ হারালেন থাইল্যান্ডের সুপানিদা কেটঠং।

এই মরশুমে আর নেই নন্দ

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

ইস্টবেঙ্গলের সুপার সিক্সের অঙ্ক এখনও শেষ হয়ে যায়নি। তবে, ইস্টবেঙ্গলের জন্য বড় ধাক্কা। গ্রুপ পর্যায়ে ইস্টবেঙ্গলের যে এখনও তিনটি ম্যাচ বাকি আছে, সেখানে মাঠে নামা প্রায় অসম্ভব, দলের আক্রমণভাগের অন্যতম অস্ত্র নন্দকুমারের। এমনকী, ইস্টবেঙ্গল যদি সুপার সিক্সে জায়গাও করে নেয়, সেখানেও নন্দকুমারের খেলতে পারার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ছুটি কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল চারদিন অনুশীলন করে ফেললেও, এখনও অনুশীলনে আসেননি নন্দ। লাল–হলুদ শিবিরের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে কিছু বলা হচ্ছে না। তবে, জানা গেছে নন্দকুমারের একটি শারীরিক সমস্যা ছিল। সেই সমস্যার কিছুদিন আগে বাড়াবাড়ি হওয়ায় অস্ত্রোপচার করতে বাধ্য হয়েছেন তিনি। এই অস্ত্রোপচার এমন কিছু বড় না হলেও, স্বাভাবিক অনুশীলনে ফিরতে তাঁর বেশ কিছুটা সময় লাগবে। নন্দকুমার ইস্টবেঙ্গল আক্রমণের এই মরশুমে সেরা ভারতীয় অস্ত্র। এই মরশুমে ৯টি গোল করেছেন তিনি। তার মধ্যে আইএসএলেই ৫টি গোল এবং তিনটি অ্যাসিস্ট। তারপরও ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি। যা নিয়ে এমনিতেই মানসিকভাবে বেশ কিছুটা বিপর্যস্ত ছিলেন। তারমধ্যে অস্ত্রোপচার এই মরশুমে তাঁর মাঠে ফেরার বিষয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল।

শুক্রবার অনুশীলনে ফুটবলারদের দু'দলে ভাগ করে ম্যাচ খেলালেন কার্লেস কুয়াদ্রাত। তবে এদিন মাঠের ধারেই বসে থাকলেন সল ক্রেসপো। তিনি এখনও চোট থেকে পুরোপুরি মুক্ত নন। তবে কেরল ম্যাচের আগে হাতে কয়েকদিন সময় থাকায়, সলকে খেলানোর বিষয়ে আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল।

স্টিমাকের ভবিষ্যৎ ৫ সদস্যের কমিটির হাতে

তৃতীয় রাউন্ডে না গেলে কি অবসর সুনীলের

আজকালের প্রতিবেদন

আফগানিস্তানের কাছে ঘরের মাঠে হারের পরও ভারতীয় ফুটবল দলের কোচ ইগর স্টিমাক নিজের পিঠ বাঁচানোর ভঙ্গিতে ফুটবলারদের দোষ–ত্রুটিকেই বেশি করে ঢাল করেছেন। একইসঙ্গে আশার বাণী শোনাতে ছাড়েননি। মনে করেন ৬ জুন কুয়েত ম্যাচে অন্য মেজাজে ভারতীয় দলকে দেখা যাবে। কুয়েতকে ওই ম্যাচে হারিয়ে প্রি–ওয়ার্ল্ড কাপের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনা জিইয়ে রাখবে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন। না পারলে ভারতের কোচের পদ থেকে সরে দাঁড়াবেন। তবে শুধু তিনিই নন, শোনা যাচ্ছে দলের পারফরমেন্সে হতাশ হয়ে জাতীয় দলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার মোটিভেশন হারিয়ে ফেলছেন অধিনায়ক সুনীল ছেত্রি। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে দেশের জার্সিতে নিজের ১৫০তম ম্যাচে ৯৮ নম্বর গোল করেও ম্যাচ হারার পর বেশ মুষড়ে পড়েছেন তিনি। বেশি খারাপ লাগছে তাঁর প্রি–ওয়ার্ল্ড কাপের তৃতীয় রাউন্ডে যাওয়ার সম্ভাবনায় জোরালো ধাক্কা লাগায়। তাই ৬ জুন কুয়েত ম্যাচ জিতে সেই স্বপ্নপূরণের আশা টিকে না থাকলে, দেশের জার্সিতে খেলায় ইতি টানতে পারেন সুনীল।

এদিকে আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে হারের জন্য স্টিমাকের নানা অজুহাত খাড়া করাটা মানতে পারছেন না ফেডারেশন কর্তারা। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে, সচিব এম সত্যনারায়ণ, টেকনিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান আইএম বিজয়ন–সহ অন্য সদস্যরা স্টিমাকের পারফরমেন্সে অখুশি। স্টিমাক যতই কুয়েত ম্যাচের কথা বলুন, ফেডারেশন কর্তারা ভাবতে শুরু করেছেন, স্টিমাককে ততদিন কোচের দায়িত্বে রাখা ঠিক হবে কিনা। সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন তাঁরা স্টিমাকের সঙ্গে দ্রুত কথা বলে। ফেডারেশনের নজরে এসেছে আরও একটা বিষয়। শুরুর দিকে ফুটবলারদের সঙ্গে স্টিমাকের বন্ডিং স্ট্রং থাকলেও, নানা কারণে সেটা আলগা হয়েছে। একটা অসন্তোষের চোরা স্রোত বইতে শুরু করেছে। দলের মধ্যে গ্রুপ তৈরি হয়ে যাওয়ায়। পরোক্ষভাবে সেই গ্রুপবাজিতে প্রভাবিত হচ্ছেন স্টিমাক, এমন আশঙ্কা করছেন ফেডারেশনের কিছু কর্তা।

এসব মাথায় রেখে শুক্রবার টেকনিক্যাল কমিটির দেওয়া সুপারিশ নিয়ে ফেডারেশনের ১৪ জন সিনিয়র সদস্যের সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন সভাপতি কল্যাণ। তার ভিত্তিতে সভাপতি একটি ৫ সদস্যের কমিটি গড়েছেন। কোচ স্টিমাকের সঙ্গে দলের সাম্প্রতিক ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলতে ও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চাইতে। এই কমিটিতে আছেন ফেডারেশনের সহ–সভাপতি এন এ হ্যারিস, গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মেনলা এথেনপা, অনিলকুমার প্রভাকরণ, আই এম বিজয়ন, ক্লাইম্যাক্স লরেন্স। এঁরা স্টিমাকের সঙ্গে কথা বলে তাঁর ভবিষ্যৎ ঠিক করবেন। স্টিমাককে ছাঁটাই করতে পারলে খুশি হতেন অসন্তুষ্ট কর্তারা। কিন্তু বাদ সাধছে ক্ষতিপূরণের অঙ্ক। স্টিমাকের সঙ্গে ফেডারেশনের যে নতুন চুক্তি হয়েছে ২০২৬ পর্যন্ত, তাতে ভারতীয় কোচের মাসিক আয় ৩০ হাজার ডলার। সেই চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে স্টিমাককে সরালে পুরো টাকাটাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে দিতে হবে। এটা ঝামেলার। তাই কুয়েত ম্যাচে ব্যর্থ হয়ে স্টিমাক নিজে সরে গেলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবেন কর্তারা।

ফাইনালে ওঠার উচ্ছ্বাস রোহন বোপান্না ও ম্যাথু এবডেনের। ছবি: এক্স

মায়ামির ফাইনালে বোপান্নারা

আজকালের প্রতিবেদন

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পুরুষ ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন রোহন বোপান্না–ম্যাথু এবডেন জুটি পৌঁছে গেলেন মায়ামি ওপেনের ফাইনালে। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরা সেমিফাইনালে জিতলেন দাপটের সঙ্গে। প্রতিযোগিতার শীর্ষবাছাই এই জুটি ৬–১, ৬–৪ সেটে হারালেন স্পেনের মারসেল গ্র্যানোলার্স এবং আর্জেন্টিনার হোরাসিও জেবালোসকে। কেরিয়ারে ১৪তম এটিপি মাস্টার্স ১০০০ ফাইনালে খেলবেন বোপান্না। তাঁর এটা ৬৩তম এটিপি ট্যুর ফাইনাল। এখনও পর্যন্ত ২৫টি ডাবলস খেতাব জিতেছেন বোপান্না।

দুবাই চ্যাম্পিয়নশিপে কোয়ার্টার ফাইনালে হার এবং ইন্ডিয়ান ওয়েলস মাস্টার্সে তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ায় ডাবলসের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান খুইয়ে দুইয়ে নেমে গিয়েছিলেন বোপান্না। কিন্তু এদিনের সেমিফাইনাল জয় আবার বোপান্নাকে র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে পৌঁছে দেবে। সেই তালিকা প্রকাশিত হবে সোমবার। উল্লেখ্য, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ৪৪ বছরের বোপান্না এটিপি ডাবলস র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বরে পৌঁছেছিলেন সবথেকে বেশি বয়সী প্লেয়ার হিসেবে। শনিবার ফাইনালে বোপান্না–এবডেন জুটিকে খেলতে হবে ক্রোয়েশিয়ার ইভান ডডিজ–আমেরিকার অস্টিন ক্রাজিচেকের বিরুদ্ধে। অন্য সেমিফাইনালে তাঁরা ৬–৪, ৬–৭ (৪/৭), ১০–৭ সেটে হারান জার্মান জুটি কেভিন ক্রাউইৎজ–টিম পুৎজকে।

অন্যদিকে মায়ামি ওপেনে পুরুষ সিঙ্গলসের কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন শীর্ষবাছাই কার্লোস আলকারাজ। স্প্যানিয়ার্ডকে ৬–২, ৬–৪ স্ট্রেট সেটে হারান গ্রিগর দিমিত্রভ।

পরের রাউন্ডে মোহনবাগানও

আজকালের প্রতিবেদন: রিলায়েন্স ফাউন্ডেশন ডেভেলপমেন্ট লিগে জোনাল গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আগেই ন্যাশনাল গ্রুপ স্টেজে পৌঁছেছিল ইস্টবেঙ্গল। শুক্রবার পৌঁছল মোহনবাগানও। অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে হারাল ২–০ গোলে। সায়ন সরকারের আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। ৭৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ফারদিন আলি মোল্লা। ১০ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে মোহনবাগান। নিয়মরক্ষার ম্যাচে জামশেদপুর এফসি–র সঙ্গে ২–২ ড্র করল ইস্টবেঙ্গল। দুটি গোলই দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে। ইস্টবেঙ্গলের গোলদাতা গুরনাজ সিং গ্রেওয়াল এবং সুমন দে। ১০ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে পরের রাউন্ডে গেল ইস্টবেঙ্গল। এই গ্রুপ থেকে তৃতীয় দল হিসেবে ন্যাশনাল গ্রুপ স্টেজে গেল অ্যাডামাস ইউনাইটেড।

আজ জিতলে প্রায় চ্যাম্পিয়ন মহমেডান

আজকালের প্রতিবেদন

আই লিগ ট্রফিটা রেড রোডে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অপেক্ষা শুধু সাদা–কালো তাঁবুতে ঢুকে পড়ার। শনিবার ঘরের মাঠে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের প্রতিপক্ষ ইন্টার কাশী। এই ম্যাচে জিততে পারলেই 'কার্যত' চ্যাম্পিয়ন সাদা–কালো শিবির। কেন বলা হচ্ছে কার্যত? সমীকরণ বললেই পরিষ্কার হবে। এই মুহূর্তে ২১ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে মহমেডান স্পোর্টিং। ২০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট শ্রীনিধি এফসি–র। মহমেডান যদি শনিবার জিততে পারে, আর রবিবার যদি শ্রীনিধি এফসি, রাজস্থান ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে পয়েন্ট নষ্ট করে, সঙ্গে সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন সাদা–কালো। আর না হলে মহমেডানকে অপেক্ষা করতে হবে লাজং এফসি ম্যাচ পর্যন্ত।

তবে সমীকরণ মাথায় না নিয়ে, শনিবার জিততে চাইছেন মহমেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। রেমসাঙ্গা ছাড়া সবাই খেলবেন। পরপর চার ম্যাচ জিতে মহমেডানের বিরুদ্ধে নামছে কাশী। মহমেডান কোচ বলছেন, 'ওরা পরপর চার ম্যাচ জিতেছে। কলকাতায় দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করছে। সতর্ক থাকতেই হবে।' চ্যাম্পিয়ন হওয়ার নানা সমীকরণ নিয়ে তিনি বলছেন, 'অনেক রকম আলোচনা চলছে আমাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সমীকরণ নিয়ে। তবে আমি কোনও সমীকরণ মাথায় রাখছি না। শনিবারের ম্যাচটা জিতি। তারপর ভাবব।'

অবশেষে নিয়ম বদলাল সিএবি

আজকালের প্রতিবেদন

বিলম্বিত বোধোদয়! অনেকটা তেমনই বলা চলে। দীর্ঘ বিতর্ক, টালবাহানা শেষে অবশেষে স্থানীয় ক্রিকেটে ভিন্ রাজ্যের ক্রিকেটারদের ছাড়পত্রজনিত নিয়ম বদলের রাস্তায় হাঁটল বাংলা ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা (সিএবি)।

গত ২৬ মার্চ (মঙ্গলবার) একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে এই নিয়ম বদলের বিষয়টা নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশনের প্রত্যেক অনুমোদিত ক্লাবকে চিঠি পাঠিয়েছে সিএবি। বলা হয়েছে, এই বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানানো হচ্ছে, অনুমোদিত প্রথম ও দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাবগুলোর স্বার্থে ২০২৩ সালের 'সিএবি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রুল'–এর ২২ (বি) ধারা বিলুপ্ত করা হল। এই বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড আয়োজিত ঘরোয়া ক্রিকেটের সিনিয়র পর্যায়ে ভিন্ রাজ্য, রেলওয়েজ বা সার্ভিসেসের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা কোনও ক্রিকেটারের সিএবি পরিচালিত কোনও টুর্নামেন্টে অংশ নিতে এবার থেকে ছাড়পত্র লাগবে না। প্রয়োজন কেবলমাত্র রাজ্য বদলে খেলার জন্য।

প্রসঙ্গত, সিএবি–র নিয়মে যে গলদ রয়েছে তা 'আজকাল'–এ প্রকাশিত হয়েছিল চলতি মাসের ২ তারিখ। শুরুতে সিএবি শীর্ষকর্তারা এড়িয়ে গেলেও কাস্টমস ক্লাবের চিঠির ভিত্তিতে বিসিসিআই–এর দ্বারস্থ হয়েছিল সিএবি। বোর্ড জানিয়ে দেয়, রাজ্য বদলে খেলতে গেলে তবেই বোর্ড ছাড়পত্র দেয়। যা জানার পর অ্যাপেক্স কাউন্সিল নিয়ম বদলাতে বলে। অবশেষে সেই নিয়ম বদলাল সিএবি।

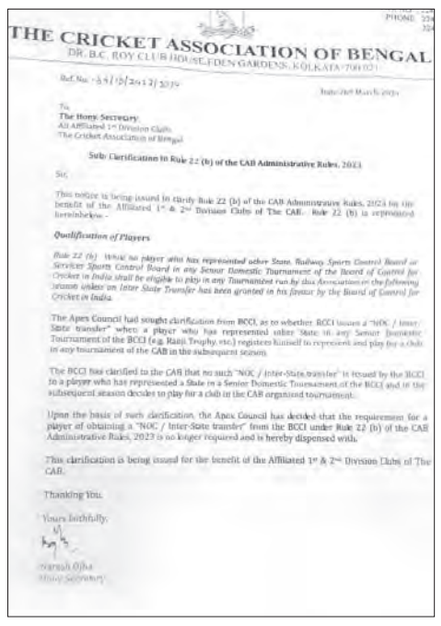

THE CRICKET ASSOCIATION OF BENGAL
DR. B.C. ROY CLUB HOUSE, EDEN GARDENS, KOLKATA-700021

Ref. No.: 53/15/2023/2024 Date: 26th March, 2024

To
The Hon'ble Secretary
All Affiliated 1st Division Clubs
The Cricket Association of Bengal

Sub: Clarification in Rule 22 (b) of the CAB Administrative Rules, 2023

Sir,

This notice is being issued to clarify Rule 22 (b) of the CAB Administrative Rules, 2023 for the benefit of the Affiliated 1st & 2nd Division Clubs of The CAB. Rule 22 (b) is reproduced hereinbelow:-

Qualification of Players

Rule 22 (b) (What no player who has represented other State, Railways, Sports Control Board or Services Sports Control Board in any Senior Domestic Tournament of the Board of Control for Cricket in India shall be eligible to play in any Tournament run by this Association on the following season unless an Inter State Transfer has been granted in his favour by the Board of Control for Cricket in India.

The Apex Council had sought clarification from BCCI as to whether BCCI issues a "NOC / Inter-State transfer" when a player who has represented other State in any Senior Domestic Tournament of the BCCI (e.g. Ranji Trophy, etc.) registers himself to represent and play for a club in any tournament of the CAB in the subsequent season.

The BCCI has clarified to the CAB that no such "NOC / Inter-State transfer" is issued by the BCCI to a player who has represented a State in a Senior Domestic Tournament of the BCCI and in the subsequent season decides to play for a club in the CAB organised tournament.

Upon the basis of such clarification, the Apex Council has decided that the requirement for a player of obtaining a "NOC / Inter-State transfer" from the BCCI under Rule 22 (b) of the CAB Administrative Rules, 2023 is no longer required and is hereby dispensed with.

This clarification is being issued for the benefit of the Affiliated 1st & 2nd Division Clubs of The CAB.

Thanking You.

Yours faithfully,

Saurish Ojha
Hon'ble Secretary

সিএবির নতুন বিজ্ঞপ্তি।

বিদেশি সেনা চাইল ফ্রান্স

আজকালের প্রতিবেদন: ছবির দেশে, কবিতার দেশে। প্যারিস থেকে ফিরে এসে এই নামেই একটি বই লিখেছিলেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। সেই প্যারিসেই এবার বসছে অলিম্পিকের আসর। বিভিন্ন দেশের খেলোয়াড়, কর্তা, সাংবাদিকরা আসবেন। অলিম্পিককে সামনে রেখেই আসবেন পর্যটকেরাও। এমন এক মহাযজ্ঞের আয়োজনে যেন কোনও ত্রুটি না থাকে, এখন থেকেই বেশ সতর্ক ফ্রান্স সরকার। বিভিন্ন দেশের কাছে সেনাকর্মী ও পুলিশকর্মী পাঠানোর আর্জিও জানিয়েছেন আয়োজকরা।

অলিম্পিক শুরু হচ্ছে ২৬ জুলাই। চলবে ১১ আগস্ট পর্যন্ত। সূত্রের দাবি, ৪৬টি দেশ থেকে দু'হাজারের বেশি পুলিশ ও সেনাকর্মীকে আনা হবে। একদিকে যেমন গেমস ভিলেজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দরকার, তেমনই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে ঘিরেও থাকছে জমকালো আয়োজন। কাতার বিশ্বকাপের সময় ফ্রান্সও অবশ্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। দুশোর বেশি নিরাপত্তাকর্মীকে পাঠিয়েছিল। গতবছর রাগবি বিশ্বকাপের সময়েও ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল। নাশকতার আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। সেই কারণেই বাড়তি সতর্কতা।

AXIS BANK **অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ**

রিটেল লেন্ডিং অ্যান্ড পেমেন্ট গ্রুপ (লোকাল অফিস/ব্রাঞ্চ): অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক এ সি মার্কেট বিল্ডিং, থার্ড ফ্লোর, (ব্যাক সাইড লিফট), ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০৭১
অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিঃ, থার্ড ফ্লোর, গিগাপ্লেক্স, এনপিসি–১, টিটিসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, মুগালসান রোড, আইরোলি, নবি মুম্বই–৪০০৭০৮, রেজিস্টার্ড অফিস: ''ত্রিশূল'', থার্ড ফ্লোর, সমরথেশ্বর মন্দির ল গার্ডেনের বিপরীতে, এলিসব্রিজ আহমেদাবাদ–৩৮০০০৬

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস–এর রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ সহ পঠনীয় সারফায়েসি অ্যাক্টের অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য প্রকাশ্য বিজ্ঞপ্তি।

ক্রম নং ১ এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) সহ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলযোগ্য নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার ব্যবহারিক দখল নিয়েছেন এবং **শ্রী জয়ন্ত ঘোষ** পিতা প্রয়াত বিপুল ঘোষ এবং **শ্রীমতী মালতি কেওয়াত** স্বামী জয়ন্ত ঘোষ–এর কাছ থেকে জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা বাবদ অর্থাঙ্ক লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR000502084970 এর অধীনে ২৪.০২.২০২৩ তারিখের ভিত্তিতে **₹১,৪৬৫,৫৭৬/– (চোদ্দ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা মাত্র)** (২৪.০২.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত সুদ সহ এই অর্থাঙ্ক) সহ পুনরায় সুদ এবং মাশুল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা'** এবং **'যেভাবে আছে সেভাবে'** ভিত্তিতে ২৪.০৪.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে। নিলামের সূচির জন্য জরুরি বিবরণগুলিতে রেফার করুন:–

চেনা দায় (যদি থাকে)	জামিনযুক্ত ঋণদাতার জানা নেই। অপ্রদত্ত চার্জসমূহ বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, অন্য কোনও বিধিবদ্ধ দায় এবং/অথবা বকেয়া ইত্যাদি, যদি, যা প্রযোজ্য তা সম্বন্ধে ক্রেতা নিশ্চিত হবেন।
সংরক্ষণ মূল্য (টাকায়)	**₹১৫,৪৪,৪০০.০০/– (পনেরো লক্ষ এবং চুয়াল্লিশ হাজার চারশো টাকা মাত্র)**
বায়না জমা (টাকায়)	**₹১,৫৪,৪৪০.০০/–** (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার চারশো চল্লিশ টাকা মাত্র), 'Axis bank ltd' এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিডি মারফত প্রদেয়।
বিড বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক	₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)

সূচি–সম্পত্তির বিবরণ

প্রায় ১৩ শতক বা বর্তমানে বাস্তবিক পরিমাপে কমবেশি ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২০ বর্গফুট জমির সকল অপরিহার্য অংশ–সহ একটি পুরাতন ভগ্নপ্রায় বাড়ি যার মৌজা– বেলঘরিয়া, ১ নং তৌজি– ১৭৮ (পুরাতন), ১৭২ (নতুন), খতিয়ান নং ৮০৭, অন্তর্গত দাগ নং ২৪৭/১৭৯০ কামারহাটি পৌরসভার ওয়ার্ড নং ২২, পরিচিতি প্রেমিসেস নং ১৯, পঞ্চাননতলা রোড, থানা– বেলঘরিয়া, কলকাতা– ৭০০০৫৬, হোল্ডিং নং ১৬৭০, উত্তর ২৪ পরগনা যেখানে কোনও দায় নেই। চৌহদ্দি এইরূপে: উত্তরে– ৪ ফুট চওড়া সাধারণ পরিসর, দক্ষিণে– হাবুল ব্যানার্জির বাড়ি, পূর্বে– পঞ্চাননতলা রোড (৮ ফুট), পশ্চিমে– নিমু সামন্তর বাড়ি এবং অন্যরা।

দ্বিতীয় সূচি (বন্ধক রাখা ইউনিটের বিবরণ)

বিল্ডিং–এর থার্ড ফ্লোরে উত্তর–দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট নং ৩০৩–এর সকল অপরিহার্য অংশ যার সুপার বিল্ট পরিমাপ কমবেশি ৮২৫ বর্গফুট, মার্বেলের মেঝে যুক্ত–সহ সাধারণ অংশ, সুবিধাদি–এর অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ–সহ প্রেমিসেসের অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ যার বিবরণ প্রথম সূচিতে রয়েছে–সহ সকল অধিকার সুবিধাদি।

ক্রম নং ২ এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) সহ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই নোটিস জারি করা হচ্ছে যে, জামিনযুক্ত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দাখিলযোগ্য নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তিগুলি জামিনযুক্ত ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার **ব্যবহারিক দখল** নিয়েছেন এবং **শ্রী তারক দাস পিতা হারাধন দাস** এবং **শ্রীমতী আশা দাস স্বামী তারক দাস**–এর কাছ থেকে চুক্তি খেলাপের জন্য জামিনযুক্ত ঋণদাতার পাওনা বাবদ অর্থাঙ্ক **লোন অ্যাকাউন্ট নং PHR000501193660** এর অধীনে **০৮.০৮.২০১৯** তারিখ অনুসারে বকেয়া **₹১২,৬৭,৮৪৬/– (বারো লক্ষ সাতষট্টি হাজার আটশো ছেচল্লিশ টাকা মাত্র)** সহ পুনরায় সুদ এবং মাশুল পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে এই স্থাবর সম্পত্তিগুলি **'যেখানে আছে সেখানে', 'যা কিছু আছে তা'** এবং **'যেভাবে আছে সেভাবে'** ভিত্তিতে ২৪.০৪.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে। নিলামের সূচির জন্য জরুরি বিবরণগুলিতে রেফার করুন:–

চেনা দায় (যদি থাকে)	জামিনযুক্ত ঋণদাতার জানা নেই। অপ্রদত্ত চার্জসমূহ বিদ্যুৎ, রক্ষণাবেক্ষণ, কর, অন্য কোনও বিধিবদ্ধ দায় এবং/অথবা বকেয়া ইত্যাদি, যদি, যা প্রযোজ্য তা সম্বন্ধে ক্রেতা নিশ্চিত হবেন।
সংরক্ষণ মূল্য (টাকায়)	**₹৮,৫০,০০০.০০/– (আট লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র)**
বায়না জমা (টাকায়)	**₹৮৫,০০০.০০/–** (পঁচাশি হাজার টাকা মাত্র) 'Axis bank ltd' এর অনুকূলে কলকাতায় প্রদেয় ডিডি মারফত প্রদেয়।
বিড বৃদ্ধির অর্থাঙ্ক	₹২০,০০০/– (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র)

সূচি– সম্পত্তির বিবরণ

জি+৪ তলা বিল্ডিং–এর দক্ষিণ–পূর্ব দিকে ৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং সি ৬–এর সকল অপরিহার্য অংশ যার সুপার বিল্ট পরিমাপ প্রায় ৭২০ বর্গফুট অবস্থিত হোল্ডিং নং এফ ৪–২১৭/২ গঙ্গারামপুর রোড, পি–২ আর এইচ এস থেকে বেহালা, থানা– মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা যার ওপর বিল্ডিং নির্মিত–সহ বিদ্যুতের ওয়্যারিং, জলের লাইন, সকল ফিটিংস ও ফিক্সচার, দরজা ও জানালা যা ফ্ল্যাটে সংযুক্ত–সহ সকল সাধারণ স্থান সুবিধার অধিকার। প্রেমিসেসের চৌহদ্দি: উত্তরে: ৩০ ফুট চওড়া গঙ্গারামপুর রোড, দক্ষিণে: দাগ নং ৫৩–এর জমি, পূর্বে: শিবু মণ্ডলের জমি এবং অন্যরা এবং তদপর দাগ নং ৫৬ এবং ৬৭, পশ্চিমে: আশুতোষ রায় এবং বৃন্দাবন মণ্ডলের জমি এবং তদপর দাগ নং ৫৬–এর জমি।

ইএমডি সহ বিড/টেন্ডার জমার শেষ তারিখ, সময় এবং স্থান ২৩.০৪.২০২৪, সর্বশেষ বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত এ সি মার্কেট বিল্ডিং, থার্ড ফ্লোর, (পিছন দিকের লিফট), ১ শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা–৭০০ ০৭১, অনুমোদিত অফিসারের ঠিকানায়।

প্রকাশ্য ই–নিলামের তারিখ, সময় এবং স্থান ২৪.০৪.২০২৪, সকাল ১১.০০টা থেকে দুপুর ১২.০০টা প্রতি ক্ষেত্রে পাঁচ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণ সহ ওয়েব পোর্টাল https://www.bankeauctions.com তে ই–নিলাম বিড ফর্ম, ডিক্লারেশন ইত্যাদি সম্বলিত টেন্ডার ডকুমেন্ট নিম্ন বর্ণিত সার্ভিস প্রোভাইডারের ওয়েবসাইটে উপলব্ধ।

এই বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে জামিনযুক্ত ঋণদাতার এই ওয়েবসাইট যথা **https://www.axisbank.com/auction-retail** এবং ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ওয়েব পোর্টাল **https://www.bankeauctions.com** দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন।
ব্যাঙ্কের অনুমোদিত সার্ভিস প্রোভাইডার মেসার্স সি১ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ওয়েব পোর্টাল **https://www.bankeauctions.com** এর মাধ্যমে অনলাইনে নিলাম সম্পন্ন হবে।
কোনও সহায়তা, যথা পরিদর্শনের জন্য আগ্রহী বিডারগণ **শ্রী শাদাব আলম/শ্রী দেবাঞ্জন বোস (অনুমোদিত অফিসার) অথবা এর সঙ্গে ৯৯০৩৬১০৩৯১ এ ই মেল আইডি: debanjan1.bose@axisbank.com** এ সোমবার থেকে শুক্রবার ব্যাঙ্কের কাজের সময়ে মধ্যে যোগাযোগ করতে পা

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুল, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর সংস্থাধীনে ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি ১৫ দিনের নোটিস হিসাবে এটি বিবেচিত হবে।

স্বা/–
তারিখ: ৩০.০৩.২০২৪ (অনুমোদিত অফিসার)
স্থান: কলকাতা অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক লিমিটেড

TATA

টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড

রেজিস্টার্ড ঠিকানা: ফ্লোর নং ১১, টাওয়ার 'এ', পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পরেল, মুম্বই– ৪০০০১৩, ব্রাঞ্চের ঠিকানা: টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড, অবনী সিগনেচার, ৯১/এ/১, পার্ক স্ট্রিট, ব্লক নং ৩০২, ফ্লোর নং ৩, কলকাতা– ৭০০০১৬

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১) সহ পঠিত রুল ৮(৬) এর অধীনে]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল রুল ৯(১) এবং রুল ৮(৬)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা এবং/সহ–ঋণগ্রহীতা বা তাঁদের আইনি উত্তরাধিকারীগণ/ প্রতিনিধিগণ ('ঋণগ্রহীতাগণ')–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **টাটা ক্যাপিটাল হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (